ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনঃ অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

(এপ্রিল ২০১৫ - মার্চ ২০১৬)

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
মনজুর ই খোদা
নাজমুল হুদা মিনা

২১ এপ্রিল, ২০১৬

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়
(এপ্রিল ২০১৫ - মার্চ ২০১৬)

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ার, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মনজুর-ই-খোদা
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

নাজমুল হুদা মিনা
অ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা
প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো: ওয়াহিদ আলম ও শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার
বাসা # ০৫, রোড # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরানো)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-banglad+esh.org

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়
(এপ্রিল ২০১৫ - মার্চ ২০১৬)

সার-সংক্ষেপ

ভূমিকা

রানা প্লাজার দুর্ঘটনা বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির দৃশ্যমান উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত। এ দুর্ঘটনার পর দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়। টিআইবি'র গবেষণায় (অক্টোবর ২০১৩) এ খাতে দুর্ঘটনা ও কমপ্লায়েন্স ঘাটতির অন্যতম কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা, রাজনৈতিক প্রভাব, পারস্পরিক যোগ-সাজশে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিকে চিহ্নিত করা হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৫ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য টিআইবি ধারাবহিক ভাবে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে দুইটি ফলোআপ গবেষণা পরিচালনা করে, যেখানে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে ৬৩টি বিষয় চিহ্নিত করা হয় এবং ১০২ টি উদ্যোগ পর্যালোচনা করা হয়। উক্ত গবেষণা দুইটিতে দেখা যায়, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তী দুইবছরে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন ধারাবহিক ভাবে এ সকল উদ্যোগের ৩৪টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি গত একবছরে (২০১৫-১৬) বাকি ৬৮টি উদ্যোগের অগ্রগতির পর্যালোচনায় এ গবেষণা পরিচালনা করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য গত একবছরে (এপ্রিল ২০১৫ হতে মার্চ ২০১৬) তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকার ও অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ পর্যালোচনা করা, এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিরূপণ ও তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে বিভিন্ন অংশীজন যেমন কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, শ্রম মন্ত্রণালয়, রাজউকের কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা-কর্মী, কারখানা মালিক, পোশাক শ্রমিক, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও পোশাক খাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সংগৃহীত তথ্য বিভিন্ন অংশীজনের সাথে যাচাই-বাছাই করা হয়। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিদ্যমান আইন ও বিধিসমূহ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি, প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে।

বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহের বর্তমান অবস্থা

টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত ২০১৪ ও ২০১৫ সালের ফলোআপ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত ৩৪টি উদ্যোগ বাদে বাকি ৬৮টি উদ্যোগের বর্তমান অবস্থা এই গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়। এক্ষেত্রে গৃহীত ৬৮টি উদ্যোগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ১২% (৮টি) উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, ৫৩% (৩৬টি) উদ্যোগ বাস্তবায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতি, ১৬% (১১টি) উদ্যোগ বাস্তবায়নে ধীর গতিসম্পন্ন এবং ১৯% (১৩টি) উদ্যোগ বাস্তবায়নে স্থবিরতা বিরাজ করছে।

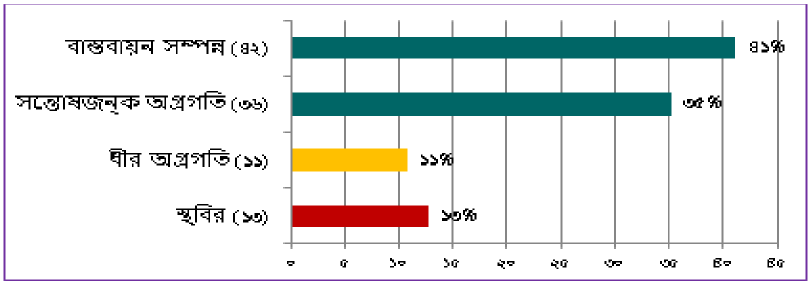

২০১৩-১৬
(১০২)

সার্বিকভাবে, গৃহীত ১০২টি উদ্যোগের ২০১৩-২০১৬ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়ন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৪১% (৪২টি) উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, ৩৫% (৩৬টি) উদ্যোগ বাস্তবায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতি, ১১% (১১টি) উদ্যোগ বাস্তবায়নে ধীর গতিসম্পন্ন এবং ১৩% (১৩টি) উদ্যোগ বাস্তবায়নে স্থবিরতা বিরাজ করছে। (বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট দেখুন)

সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ পর্যালোচনা

সরকার কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হচ্ছে প্রস্তাবিত ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৬ মন্ত্রীসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন, ইপিজেড শ্রমিকদের আইনগত অধিকার নিশ্চিতে ইপিজেড শ্রম আদালত ও শ্রম আপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন, শ্রম বিধিমালা ২০১৫ পাশ, তৈরি পোশাক খাতের জন্য আলাদা কল্যাণ তহবিল গঠন, শ্রমিকদের আইনগত সহায়তার জন্য আইনজীবী প্যানেল নিয়োগ, সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার গাইডলাইন তৈরিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় ত্রি-পক্ষীয় কমিটি (এনটিসি) কর্তৃক সরকারি তদারকি সংস্থাসমূহের পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও প্রতিসম করার জন্য একটি ড্রাফট প্রটোকল অনুমোদন, কারখানার নিরাপত্তা বিষয়ে অভিযোগ দাখিলের জন্য কলকারখানা অধিদপ্তরে হটলাইন স্থাপন, এবং শ্রমিক মালিক দ্বন্দ্ব নিরসনে ‘অলটারনেটিভ ডিসপিউট রেজোলিউশন (এডিআর)’ গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কলকারখানা অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জনবল নিয়োগ চলমান রয়েছে। এছাড়া পরিকল্পনামাফিক কলকারখানা ও রাজউকের বিকেন্দ্রীকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

অন্যদিকে বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারার [(২৩, ২৭, ১৮৯, ২(৬৫)] অপব্যবহার করার মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ রয়েছে। ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৬ মন্ত্রীসভায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে, বর্তমানে এটি আইন মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রস্তাবিত ইপিজেড শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়নের আদলে শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠনের কথা বলা হলেও, গণভোটে ৫০% শ্রমিকের সম্মতি আদায় এবং ইপিজেড কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের বিধান রাখার মাধ্যমে বিষয়টি কঠিন করা হয়েছে। শ্রম বিধিমালা ২০১৪ তে অংশগ্রহণ কমিটি গঠনে এবং পরবর্তীতে সেফটি কমিটি নির্বাচনে মহাপরিদর্শক এর ভূমিকা স্পষ্ট না করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে এখনও অস্পষ্টতা বিদ্যমান। অপরদিকে বিধিমালা কার্যকর হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে সেফটি কমিটি গঠনের তাগিদ দেওয়া হলেও, এখন পর্যন্ত খুবই অল্পসংখ্যক কারখানায় সেফটি কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। অপরদিকে রানা প্লাজা ও তাজরীন ফ্যাশন দুর্ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহ নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষণীয়।

সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নের প্রয়োগিক পর্যায়ে সমন্বয়হীনতা ও দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরে কারখানা স্থাপনে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের আবেদন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি প্রতিরোধে সীমিত আকারে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ শুরু করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে নথি আপলোড সংক্রান্ত বিভিন্ন অ্যাপস অকার্যকর হওয়া এবং প্রচারণার অভাবের অভিযোগ রয়েছে। ফলে এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। কারখানা পর্যায়ে শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিষয়ক অভিযোগ প্রদানে কলকারখানা অধিদপ্তরে ‘হটলাইন’ স্থাপন করা হয়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব ও এসম্পর্কিত প্রচরণার অভাব রয়েছে। অনুরূপভাবে শ্রম পরিদপ্তরে একটি পৃথক হটলাইন স্থাপনের সিদ্ধান্ত থাকলেও, তা স্থাপন করা হয়নি। শ্রম পরিদপ্তরের পক্ষ থেকে কলকারখানা অধিদপ্তরের হটলাইন শেয়ার করা হচ্ছে। অন্যদিকে শ্রম অধিদপ্তরের কোনো কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মালিকদের সাথে যোগসাজশে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের পূর্বে এক্ষেত্রে আগ্রহী শ্রমিকদের পরিচয় প্রকাশের অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। রাজউকের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জনবল নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও তা বাস্তবায়িত হয় নি। একইভাবে ঢাকা এবং ঢাকার নিকটস্থ শিল্পাঞ্চলসমূহে অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে নয়টি নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত থাকলেও ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতার কারণে তা এখনও স্থাপিত হয় নি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ঢাকায় অবস্থিত পোশাক কারখানাসমূহ স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে মুন্সিগঞ্জে পোশাক-পল্লি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে এটির সার্বিক দায়িত্ব বিজিএমইএকে প্রদান করা হয়েছে। বিজিএমইএ কর্তৃক জমি ক্রয়ের সম্ভাবনায় প্রস্তাবিত এলাকার জমির মূল্য কয়েকগুন বেড়ে যাওয়ায় বর্তমানে এ-কার্যক্রমে স্থবিরতা বিরাজ করছে।

অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ পর্যালোচনা

প্রায় ৯২ শতাংশ কারখানায় ন্যূনতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে মজুরি দেওয়া হচ্ছে, এবং অধিকাংশ রফতানিমুখী কারখানায় শ্রমিকদের জরুরী নম্বরসহ পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে। বিজিএমইএ সকল কারখানা শ্রমিকদের একটি সমন্বিত ডাটাবেজ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া বিজিএমইএ কর্তৃক শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়নে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট এর ‘সিপ’ প্রজেক্টের আওতায় ৪৩,৮০০ জনকে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী চাকুরির ব্যবস্থা চলমান। এছাড়া ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ‘স্টেপ’ ও ‘নারী’ প্রজেক্টের আওতায় ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং নিয়মিত অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে ক্র্যাশ কোর্স পরিচালনা করছে।

এছাড়া রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় হতাহত শ্রমিকদের সহায়তার উদ্দেশ্যে সংগৃহীত প্রায় ৩০ মিলিয়ন ইউএস ডলার শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

তবে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নে অনেকাংশে ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেলেও, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনো বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে শ্রম আইন সংশোধন ও শ্রম বিধিমালা প্রণয়ন করার মাধ্যমে এক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হলেও, সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নি। কোনো কোনো কারখানায় অতিরিক্ত এক ঘন্টা কোনো প্রকার মজুরি ছাড়া কাজ করানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। কোনো কোনো কারখানায় শ্রমিকদের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আইনানুগ সুবিধা ছাড়া শ্রমিক ছাঁটাই ও ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত শ্রমিকদের হয়রানি, মামলা বা চাকরিচ্যুত করার অভিযোগ রয়েছে। প্রায় ৯২% কারখানায় ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা হলেও, বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ'র সদস্য নয় এমন অধিকাংশ কারখানায় মজুরি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। শ্রম আইন ও বিধিমালানুসারে অধিকাংশ কারখানায় নিয়োগপত্র, জরুরী ফোন নম্বরসহ পরিচয়পত্র, বাৎসরিক ছুটি ও মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান করা হলেও, কোথাও কোথাও নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান না করার এবং নিয়মিত সাপ্তাহিক ছুটি না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কারখানায় নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সময়ে অতিরিক্ত কাজের চাপ দিয়ে ইচ্ছাকৃত চাকুরি ছাড়ার পরিবেশ সৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বিজিএমইএ'র দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে পরিপত্র জারির মাধ্যমে শ্রমিকের সর্বোচ্চ অতিরিক্ত কর্মঘন্টা দৈনিক ২ ঘন্টা হতে দৈনিক ৪ ঘন্টায় পরিবর্তন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের আপত্তির কারণে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা ২০১৪ স্থগিত করা হয়েছে।

২০১৩ সালে শ্রম আইন সংশোধনের পর এখন পর্যন্ত ৩৫১টি নতুন ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধিত হয়েছে। তৈরি পোশাকখাতে বর্তমানে নিবন্ধিত মোট ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৪৮৩টি। তবে এর মধ্যে অনেক ট্রেড ইউনিয়ন বর্তমানে সক্রিয় অবস্থায় নেই। অর্থাৎ দেশের মোট কারখানার ১০ শতাংশের কম কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। মালিক ও শ্রমিকদের মানসিকতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সচেতনতা ও সদিচ্ছার অভাবের কারণে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম কাঙ্ক্ষিত গতি পাচ্ছে না। অন্যদিকে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিস্বার্থে অনিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় উদ্যোগ, ইউরোপীয় বায়ারদের জোট অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ (অ্যাকর্ড) এবং মার্কিন বায়ারদের জোট অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটি (অ্যালায়েন্স) কর্তৃক কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায় শতভাগ কারখানায় প্রাথমিক জরিপ সম্পন্ন করেছে। জরিপ পরবর্তী সুপারিশ অনুযায়ী মোট ৩৯টি কারখানা সম্পূর্নভাবে বন্ধ ঘোষণা এবং ৪২টি কারখানা আংশিকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কারেক্টিভ অ্যাকশন প্লান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অ্যালায়েন্স পরিদর্শিত ২৫টি এবং অ্যাকর্ড পরিদর্শিত ২টি কারখানার সংস্কার সুপারিশ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। কারখানার অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তায় বা টেকনিকাল কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে প্রায় ৪৪% ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি দেখা যায়। জাতীয় উদ্যোগের অধীন ৩০০টি কারখানার শুধুমাত্র ক্যাপ প্রকাশ করা হয়েছে।

অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা বা টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চলমান সংস্কার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। এক্ষেত্রে অন্যতম বড় প্রতিবন্ধকতা - জরিপকৃত কারখানা সমূহের মধ্যে প্রায় ১৫% অংশীভবনে বা ভাড়া করা ভবনে অবস্থিত। এদের প্রায় সবাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের কারখানা। এসকল কারখানা স্থানান্তরের জন্য সুবিধাজনক বাণিজ্যিক স্থানের সংকট রয়েছে। অন্যদিকে কারখানা সংস্কার ও স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানেরও অভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে 'রেমিডিয়েশন ফাইনান্স' প্রকল্পে কয়েকটি দাতা সংস্থা ও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সহজ সুদে (০.০১%-০.১% হারে) ঋণ দিলেও, প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে কারখানা মালিকদের নিকট টাকা ছাড়ের ক্ষেত্রে সুদের হার ১০% -১৫% পর্যন্ত নির্ধারণের সম্ভাবনা রয়েছে, যা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে।

পোশাক কারখানায় নিরাপত্তা কমপ্লায়েন্স ও শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করতে যেয়ে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু উৎপাদন পর্যায়ে বাড়তি খরচ সংকুলানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ও বায়ারদের পক্ষ থেকে ক্রয়মূল্য বৃদ্ধির আশ্বাস পাওয়া যায়নি। বরঞ্চ গত ১৫ বছরে আমেরিকার বাজারে বাংলাদেশি পোশাকের ক্রয়মূল্য প্রায় ৪১% হ্রাস পেয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনগুলোর মতে, ব্র্যান্ড বা ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদন খরচ পিছু প্রতি বাড়তি ৩ সেন্ট প্রদান করলে কারখানা পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতের বাড়তি খরচ সংকুলান করা সম্ভব[১]।

---

[১] দৈনিক প্রথম আলো, ১২ মে, ২০১৩।

উল্লেখযোগ্য যে সকল উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে স্থবিরতা ও ধীর অগ্রগতি পরিলক্ষিত সেগুলো হচ্ছে, অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা কার্যকর না করা, সাবকন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির জন্য নীতিমালা বা গাইডলাইন প্রণয়ন না করা, রাজউকের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জনবল নিয়োগ না করা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তিতে সেল গঠন না হওয়া, পোশাক কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় অগ্নি নির্বাপক স্টেশন স্থাপন না করা, বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প ছাড়পত্র এবং ব্যাবহার সনদ গ্রহণে বাধ্যতামূলক না করা, শ্রম পরিদপ্তরে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম বিষয়ক অভিযোগের জন্য কার্যকর হট-লাইন স্থাপন না করা, দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে জাতীয়ভাবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ না করা ইত্যাদি।

উপসংহার ও সুপারিশ

তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন সরকারি অংশীজনের, যেমন কলকারখানা অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে গৃহীত অধিকাংশ কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও, শ্রম পরিদপ্তরে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নি। কারখানার নিরাপত্তায় বা টেকনিকাল কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি হলেও, সোশাল কমপ্লায়েন্স বা শ্রমিকের চাকরিকালীন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিতের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়।

অন্যদিকে বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ'র সদস্য নয় এমন কারখানার টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অনুপস্থিত। সরকারের পক্ষ থেকে আইন ও বিধিমালাসমূহ শ্রমিকবান্ধব বা কল্যানমূলক করার লক্ষ্যে কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হলেও, শ্রমিকের যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিতে তা যথেষ্ঠ নয়। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনী প্রক্রিয়া আরও জটিল করা হয়েছে। সার্বিক ভাবে এ খাতে খাতের টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতে সরকারকে আরও দ্বায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করছে-

ক্রম	সুপারিশমালা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে	সরকার
২	যে সকল কারখানা বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ'র সদস্য নয় তাদের টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে	শ্রম মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়
৩	শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে, এবং তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে	শ্রম মন্ত্রণালয় ও কারখানা মালিক
৪	রানা প্লাজা ও তাজরিন দুর্ঘটনায় দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫	যত দ্রুত সম্ভব শ্রমিক ডাটাবেজ গঠন করতে হবে	বিজিএমইএ
৬	পোশাক শিল্পের সাথে জড়িত সব ধরনের কারখানার সমন্বিত তালিকা তৈরি করতে হবে, এবং দ্রুত সাব-কন্ট্রাক্টিং গাইডলাইন তৈরি করতে হবে	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বিজিএমইএ
৭	শ্রম পরিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিক সংগঠন ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিতে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে	শ্রম মন্ত্রণালয়
৮	সকল কারখানায় কল-কারখানা অধিদপ্তরের হটলাইনের নম্বরটি দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে, এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে	শ্রম মন্ত্রণালয় ও বিজিএমইএ
৯	অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা, ২০১৪ দ্রুত কার্যকর করতে হবে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১০	কারখানা সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রতিশ্রুত ঋণ সহজ সুদে কারখানা মালিকদের দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এ তহবিলকে বিশেষ তহবিল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক